যায়যায়দিন

তারিখ ... 7 JAN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ .....

পরীক্ষার ফল প্রকাশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কালক্ষেপণ

ছাত্রজীবনের পরম প্রাপ্তি পেতে ছাত্রসমাজের সিংহভাগ ছাত্র এক পরম অভিলাষ নিয়ে ভর্তি হয় উচ্চশিক্ষা প্রদানকারী বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে। আমাদের দেশের সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষার ক্যাম্পাস আমাদের দেশের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যাতে অধ্যয়নরত রয়েছে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শতকরা ৮৫ ভাগ শিক্ষার্থী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, যে স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীরা এই বিদ্যাপীঠে ভর্তি হন তা কর্পূরের মতো উবে যেতে থাকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কালক্ষেপণের জন্য।

পর্যাপ্ত শিক্ষক ও সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও আমরা বিএ/বিএসসি/বিএসএস (সম্মান) শ্রেণীর কোনো পরীক্ষার ফলই ৬ থেকে ৭ মাসের আগে পাচ্ছি না। ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ হচ্ছে ৬ থেকে ৭ বছরে। কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঠিকই তাদের ৪ বছরের কোর্স ৪ বছরে শেষ করে দিচ্ছে। শিক্ষার নীতি ও গতি নিয়ে সারাদেশে যখন চলছে এক গতিময় রণতরী সেখানে দেশের বৃহৎ শিক্ষা মন্দির 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' পরিণত হয়েছে আমাদের স্বপ্ন সিঁড়ির কবরখানায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের বিকম (সম্মান) চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষা-২০০৭ শেষ হয়েছে গত ২৩ আগস্ট-২০০৯। এর ফল কবে প্রকাশ হবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ফল প্রকাশে যতোই কালক্ষেপণ হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা ততোই বাড়ছে। যেখানে আমাদের ভাবনা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জাতির জন্য কিছু করা; সেখানে এখন দুশ্চিন্তা 'শিক্ষা সমাপ্তির সময়কাল' নিয়ে। অতএব, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, শিক্ষামন্ত্রী, নীতিনির্ধারক তথা সর্বমহলের প্রতি আমাদের আকুল প্রার্থনা, আমরা যাতে সঠিক সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কোর্স সম্পন্ন করে দেশ ও জাতীয় কাজে সময়োপযোগী অংশীদার হতে পারি তার সুব্যবস্থা করুন।

বিভূতি অধিকারী (পথিক)
বিকম (সম্মান) হিসাববিজ্ঞান
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।